ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দ্বায়িত্ব গ্রহণ করলেন এম এ মজিদ

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ। আজ সোমবার (১৬ মার্চ) দুপুরে জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ তাকে দ্বায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। এ সময় পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল রবিবার দেশের ৪২টি জেলায় জেলা পরিষদ প্রশাসক হিসেবে ৪২ জনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের জেলা পরিষদ শাখার উপসচিব খোন্দকার ফরহাদ আহম্মেদ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেন।

ঝিনাইদহ প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ। স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন ও জেলার সার্বিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন নবনিযুক্ত প্রশাসক মজিদ।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন

মেহেরপুর জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় জেলা পরিষদ কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

নবগঠিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ সরোয়ার উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহিন ইকবাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস এম রোকনুজ্জামান এবং কোষাধ্যক্ষ মোঃ আনোয়ার হোসেন খাঁন নির্বাচিত হয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল আর নেই

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি, ইটভাটা মালিক সমিতির সাবেক উপদেষ্টা, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুল আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ মঙ্গলবার তার একটি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ একাধিক মামলা দায়েরের পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ মঙ্গলবার বাদ আসর মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের সামনে মরহুম গোলাম রসুলের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুরে সাংগঠনিক সফরে আসছেন এনসিপি’র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

আজ রবিবার সাংগঠনিক সফরে মেহেরপুর আসছেন ন্যাশনালিস্ট কনভেনশন পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব সরোয়ার তুষার ও কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) জনাব মোল্যা রহামাতুল্লাহ। সফরকালে তাদের সঙ্গে থাকবেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ এবং কেন্দ্রীয় সদস্য ও মেহেরপুরের অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক জনাব সোহেল রানা।

সফরসূচি অনুযায়ী, আজ রবিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে জেলা ও উপজেলা সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এ কর্মশালায় স্থানীয় নেতৃত্বকে সাংগঠনিক কর্মকৌশল ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে। পরে বিকেল ৪টায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর পর্যটন হোটেলে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

দলীয় সূত্র জানা গেছে, এ সফরের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা, কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং আসন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি সফল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া স্থানীয় সমস্যাবলী ও দলীয় কার্যক্রমে উদ্ভূত সংকট নিরসনেও আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

নেতারা মনে করছেন, এই সফরের মাধ্যমে এনসিপি মেহেরপুরে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে এবং জেলার তৃণমূল পর্যায়ে দলকে আরও সুসংগঠিত করার সুযোগ তৈরি হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এ সফরকে ঘিরে ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

গাংনীতে যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন দোকান অপসারণে সরেজমিনে তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন (মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার) দোকান ঘর অপসারণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেছে জেলা প্রশাসক গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যরা।

আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এসবি কাউন্টারের সামনে স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন তদন্তকারী দলের সদস্যরা। এসময় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় জড়ে হয় ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। তদন্ত কমিটির কাছে জনগনের চাওয়া ও দাবীকে গুরুত্বের সাথে দেখে অপসারণ কাজ দ্রত বাস্তবায়ন চান উপস্থিতিরা।

আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।

গাংনী বাজার দারুচ্ছালাম মসজিদ কমিটির সভাপতি হাজী মোঃ মহসিনের সভাপতিত্বে তদন্ত কমিটির আহবায়ক মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক এবং মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তদন্ত কমিটির প্রধান বলেন, আমি আসার সময় দেখেছি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গাংনী বাজারের প্রত্যেকটা দোকানদার তাদের দোকান বন্ধ করে এখানে অবস্থান নিয়েছেন। এটাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আমার ভালো লেগেছে। সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছি। এই যে একতা এটাকে সকলে মিলে ধরে রাখবেন। একটা ভালো কাজের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জনগণ সকলে মিলে এক হওয়া এটা অনেক ভালো। জনতার যে দাবি সকলে একত্রিত থাকলে সেই দাবি বাস্তবায়িত হয়। দুশ্চিন্তার কোন কিছু নেই। জনগনের দাবীর বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্য তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হবে।

পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায়

বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও গাংনী পৌর প্রশাসক প্রীতম সাহা, গাংনী বাজারের এস এম প্লাজার স্বত্বাধিকারী রবিউল ইসলাম, সাংবাদিক তোফায়েল হোসেন, গাংনী বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি মাহবুবুল ইসলাম স্বপন।

পরে তদন্ত কমিটির সদসরা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

তদন্ত কমিটির সামনে গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যাত্রী ছাউনি ও সংলগ্ন মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভাণ্ডার অপসারণের জোর দাবী জানান।

তদন্ত কমিটিতে মেহেরপুরের সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদের সহকারি প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে হাটবোয়ালীয়া সড়কের সংযোগ স্থলে যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার অপসারণে দাবীতে গত ২৪/০৯/২০২৪ ইং তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক,সড়ক ও জানপদ বিভাগ, জেলা পরিষদ, মেহেরপুর জেলায় দায়িত্বরত সেনাবাহিনী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন স্থানীয়রা। উক্ত স্মারকলিপি অনুযায়ী জনগুরুক্তপুর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিকে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশনা দেন জেলা প্রশাসক।

কারা পেলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলায় প্রশাসকের দায়িত্ব

মেহেরপুর জেলা প্রশাসককে জেলা পরিষদের প্রশাসক, স্থানীয় সরকার উপপরিচালক (ডিডি এলজি) কে মেহেরপুর পৌর সভার প্রশাসক , অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)কে গাংনী পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে

সরকার।

রোববার (১৮ আগস্ট) স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকার এতদ্বারা ‘জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪’ এর ধারা-৮২ক প্রয়োগ করে বাংলাদেশের সকল (পার্বত্য ৩টি জেলা ব্যতীত) জেলা পরিষদগুলোতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করলো।

আটটি বিভাগীয় জেলায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারদের (সার্বিক) জেলা পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫৩ জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকরা (ডিসি) জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া মেহেরপুরের তিন উপজেলার স্ব স্ব ইউএনওকে উপজেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

মেহেরপুরসহ ৬০ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অপসারণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহা. আব্দুস সালামসহ ৬০ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

রোববার (১৮ আগস্ট) স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এ ছাড়া আওয়ামী সরকারের আমলে নির্বাচিত ৩২৩ পৌরসভার মেয়রকে অপসারণ করে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
সেই সঙ্গে ৪৯৩ উপজেলা চেয়ারম্যানকে অপসারণ করেও পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ এবং প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে রেখে পৌরসভা, উপজেলা, জেলা ও সিটি করপোরেশনের আইন সংশোধনের আলাদা আলাদা অধ্যাদেশ গত

শনিবার জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার।

গত ৫ অগাস্ট সরকার পতনের পর থেকে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় আওয়ামী লীগ সমর্থক চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মেয়র, কাউন্সিলররা অনুপস্থিত থাকায় নাগরিক সেবা ব্যাহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আইন সংশোধনের এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

‘রাজনীতির সাথে ত্যাগের সম্পর্ক রয়েছে, ভোগের নয়। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে জেলা পরিষদে কোন দূর্ণীতি নাই, টেন্ডার বাজী নাই।’

গতকাল বুধবার ১৫ নভেম্বর দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সহ সদস্যগণদের দায়িত্ব ভার গ্রহণের ১ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মুহা. আব্দুস সালাম।

এসময় তিনি আরও বলেন, ‘৪৫ বছরের বেশি সময় ধরে একটি রাজনৈতিক দলের সাধারণ সদস্য হিসাবে এই দলটি করছি। আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আপনাদের সেবা করতে চাই। গত বছরের ১৭ অক্টোবর ভোটে জয়লাভ করে, আজ থেকে ১ বছর আগে আমি জেলা পরিষদের দায়িত্ব নিই। আজ আমি আপনাদের কাঠগড়ায়। আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। এখন আপনারাই বলবেন আমি কতটুকু করতে পেরেছি। যদি নেতা হতে নাও পারি তবুও কর্মী হিসেবেই আজীবন জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাবো।’

জেলা পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণের বর্ষপূর্তির আলোচনা সভায় সংরক্ষিত আসন-২ (গাংনী)র সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনার সঞ্চালনা এবং মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা. আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ কামরুল আহসান ও

জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরদার মোস্তফা শাহীন। প্রধান অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেননি।

এসময় মেহেরপুর জেলা পরিষদের সকল সদস্য সহ জেলা পরিষদের সাবেক সদস্যগন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগন ও মেম্বারগন উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ীবাকায় আওয়ামী লীগের খোলসে নির্মাণ হচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের কার্যালয়!

মেহেরপুর জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কার্যালয়। আওয়ামী লীগ কার্যালয় নির্মাণের কথা বলা হলেও অভিযোগ উঠেছে নির্মাণকারীদের কয়েকজন বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত। আর এ অভিযোগ করেছে খোদ জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়রা।

ঘটনাটি মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়ীবাকায়। যেখানে ইট-বালি দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে রাজনৈতিক কার্যালয় ওই স্থানেই ছিলো পাঠাগার। পাঠাগার সংস্কারের কথাও বলা হচ্ছে কখনও। তবে অভিযোগ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ব্যানারে কিছু বিএনপি-জামায়াত নেতা মুলত জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে। জেলা পরিষদ থেকে দুইবার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলেও স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের কিছু নেতার ইন্ধনে পুরোদমে চলছে নির্মাণ কাজ। আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে সরেজমিনে দেখা গেছে, বুড়িপোতা-বাড়িবাকা সীমান্তের প্রধান সড়কের পাশে ইটের ভিত্তির পাকা ঘরের কাঠামো বানানো হচ্ছে, শুধু ছাদ ঢালাই বাকী আছে। পাশে বাঁশ দিয়ে বানানো খুঁটিতে একটি সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। সেখানে লেখা আছে,

‘বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যালয়। একই স্থানে পূর্বে থাকা পাঠাগারের সরঞ্জাম কোথায় তার কোন হদিস নাই।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন কিছু বিএনপি জামায়াতের নেতাকর্মীরা দল পাল্টে নব্য আওয়ামী লীগ সেজেছেন। পাঠাগার ভেঙে আওয়ামী লীগ কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। তারা অশংকা প্রকাশ করেন ভবিষ্যতে এটা জামায়াতের কার্যালয়ে পরিণত হতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক গ্রামবাসী জানান, রাজনৈতিক কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোক্তা একই গ্রামের রেজা, ইদ্রিস আলী, আলম হোসেন, ইমরান হোসেন ও আকাশ রাজনৈতিকভাবে জামায়াত কর্মী হিসেবে পরিচিত। অপর উদ্যোক্তা আজিজুল একজন বিএনপি নেতা।

স্থানীয় অধিবাসী মোখলেসুর রহমান মুকুল বলেন, ‘টিনের ঘর ভেঙে এখন পাকা ঘর করা হচ্ছে, জায়গাটি খাস বা জেলা পরিষদের কিনা সেটা আমরা অবগত নয়। তবে আপনাদের বাঁধায় ঘরের কাজ বন্ধ হলে বা ঘর ভেঙে দিলেও জায়গাটি পড়ে থাকবে না। কিছুদিনের মধ্যে কেউ না কেউ ঠিকই দখল করে নেবে। ‘

বুড়িপোতা ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শাজাহান বলেন, এখানে একটি টিনশেডের ঘর ছিল, আমরা ওঠাবসা করতাম। পাকা করার উদ্যোগ নিলে জেলা পরিষদ থেকে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিছুদিন আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন এখানে স্কুলের বিল্ডিং উদ্বোধন করতে আসলে আমরা তাদেরকে জানায়। ইব্রাহিম শাহিন মৌখিকভাবে আমাদের কাজ করার নির্দেশ দেন। তবে এটা সত্য জেলা পরিষদ আমাদেরকে এখানে ঘর করার অনুমতি দেয়নি। ‘

বুড়িপাতে ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লিটন বলেন, ‘এখানে কোন অনুমতি নেই জোর করে কাজ করা হচ্ছে। গতকাল জেলা পরিষদ থেকে আমাকে জানানোর পর আমি ওখানে গিয়েছিলাম কিন্তু কাউকে পাইনি। আগে এই জায়গায় একটি লাইব্রেরী ছিল সেটা ভেঙে এখন পার্টি অফিস করা হচ্ছে।’

পাঠাগার ভেঙে রাজনৈতিক কার্যালয় তৈরির একজন উদ্যোক্তা রেজা বলেন, ‘এটা হচ্ছে মূলত আওয়ামী লীগের কার্যালয়, আমাদের বাড়ি বাঁকাতে আওয়ামী লীগের বসার কোন জায়গা নেই, তাই এখানে আওয়ামী লীগের অফিস করা হচ্ছে। আগে এখানে টিনশটের একটি ঘর ছিল তবে এখানে

আওয়ামী লীগের ছেলেরাই ওঠাবসা করত। আর আওয়ামী লীগের অফিস তৈরি করার জন্য জেলা পরিষদের কোন অনুমতির দরকার নেই। জায়গা জেলা পরিষদের এটা ঠিক আছে, এখনো আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে, এখানে আওয়ামী লীগের একটি অফিস বানানো হচ্ছে।

রেজা আরও বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আমাদের ঘর করার জন্য দুই বান টিন দিতে লিখিত আদেশ দিয়েছেন, তবে উপজেলা থেকে আমাদেরকে এক বান টিন দেয়া হয়েছে। এখানে যে আওয়ামী লীগের অফিস তৈরি হচ্ছে তা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহিম শাহিন ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরী সকলেই জানেন ।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সাথে যোগাযোগের জন্য ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুহা. আব্দুস সালাম বলেন, ‘আওয়ামী লীগের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে মূলত জামাতের অফিস তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশ নিয়ে দুইবার কাজ বন্ধ করে দিয়ে আসার পরেও কিছু নেতার ইন্ধনে কাজ চলছে। আওয়ামী লীগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা এর পেছনে আছেন। ব্যাপারটা নিয়ে আমি আইনি ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তাভাবনা করছি।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ডেঙ্গু পরীক্ষার কীট বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে দেড় লক্ষ টাকার বাজেটের ১৫০০ টি কীট বিতরণ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাঃ আব্দুস সালাম সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডাঃ জমির মোঃ হাসিবুস সাত্তার এর হাতে কীটগুলো তুলে দেন।

সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) মেহেরপুর জেলা সদর জেনারেল হাসপাতালের জন্য ৯০০ কীট, গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ৩০০ ও মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ৩০০ কীট বিতরণ করেন।

সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত ) ডাঃ জমির মোঃ হাসিবুস সাত্তার বলেন, আমাদের মেহেরপুর জেলায় ডেঙ্গু পরীক্ষার করার জন্য কীট সংকট হওয়ার কারণে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করলে তিনি আমাদের দেড় লক্ষ টাকার বরাদ্দ করে দেন সেই টাকা দিয়ে কীটগুলো আমরা ক্রয় করেছি। ডেঙ্গু যেভাবে দিনে দিনে বাড়ছে তাতে আমরা কীটের সংকটে ভুগছি। কীটগুলো পেয়ে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মুহাঃ আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ অলোক কুমার দাস, গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ সুপ্রভা রানী, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান।